প্রথম আলো

তারিখ 26 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বৈধতা পাচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ●

বাংলাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে। স্থাপন করা যাবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস। এমনকি দেশি ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যৌথ ক্যাম্পাসও চালুর সুযোগ থাকছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমেও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

নির্ধারিত শর্ত মেনে নিবন্ধনের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যাবে। এ জন্য সরকার একটি বিধিমালা করছে, যেটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

তবে শিক্ষাবিদদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, বর্তমানে দেশে ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ১০-১২টি বাদে বাকিগুলো ভালোভাবে চলছে না। কয়েকটি আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে শিক্ষাবাণিজ্য করছে। এ অবস্থায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে ঢালাওভাবে যৌথ ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টারের অনুমোদন দেওয়া হলে শিক্ষাবাণিজ্য বাড়তে পারে।

তা ছাড়া নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিদেশি অখ্যাত, অপরিচিতদের সুযোগ দিলে ছিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ, একশ্রেণীর শিক্ষা ব্যবসায়ী এখনো বিভিন্ন নামে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে অবৈধভাবে শিক্ষাবাণিজ্য করছেন। তাঁরা এ সুযোগে বৈধতা পেয়ে প্রতারণার ক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন। ইতিমধ্যে উচ্চশিক্ষাকে ঘিরে বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই

উচ্চশিক্ষা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতরা তৎপর

তৎপর হয়ে উঠেছেন।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢালাওভাবে কোনো অবস্থায় এ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এটা করলে, কিছু মানুষের পকেট ভরবে। দেশের টাকা বাইরে চলে যাবে। এ ছাড়া ইউজিসি যেখানে দেশের বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঠিকমতো তদারক করার ক্ষমতা রাখে না, সেখানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সুযোগ দেওয়া হবে আত্মঘাতী। তাই স্পর্শকাতর এ বিষয়টি কঠোরভাবে দেখতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এই অধ্যাপক মনে করেন, যেসব বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আছে, সেগুলোকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তা-ও চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়ার আগে প্রথমে এক বছর তাদের কর্মকাণ্ড দেখতে হবে। এ জন্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি করা উচিত। কমিটি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সুপারিশ করলে এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দায়িত্বশীল কয়েকজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, কেউ যাতে প্রতারণা করতে না পারেন, সে জন্য বিধিমালায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সংরক্ষিত তহবিলে মোটা অঙ্কের স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। কেউ প্রতারণা করলে সেখান থেকে জরিমানার টাকা কেটে রাখা হবে।

জানতে চাইলে ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢালাওভাবে বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া যাবে না। যারা পরীক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য, কেবল তাদেরই বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, বর্তমানে দেশে বিভিন্ন নামে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের কাছ থেকে কেনো অনুমোদন নেয়নি। এদের বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। ইউজিসি কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে সক্রিয় ৫৬টি বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়। কিন্তু তাতেও বন্ধ করা যায়নি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অননুমোদিত কার্যক্রম।

এমন প্রেক্ষাপটে সরকার বৈধভাবে বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সরকারের আমলে প্রণয়ন করা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাসংক্রান্ত বিধিমালা-২০১৩ খসড়া চূড়ান্ত করেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের আইনি মতামত শেষে সেটি জারি করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন ও যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, দেশি-বিদেশি মিলে যৌথ ক্যাম্পাস এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাডি সেন্টার নিবন্ধন দেওয়া হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫ লাখ টাকা, অনুমোদিত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জন্য ১০ লাখ টাকা, যৌথ ক্যাম্পাসের জন্য পাঁচ লাখ টাকা ও স্টাডি সেন্টারের জন্য তিন লাখ টাকা ইউজিসির অনুকূলে নিবন্ধন ফি হিসেবে জমা দিতে হবে।

এ ছাড়া সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাত কোটি, শাখা ক্যাম্পাসের জন্য পাঁচ কোটি, যৌথ ক্যাম্পাসের জন্য তিন কোটি ও স্টাডি কেন্দ্রের জন্য এক কোটি টাকা বাংলাদেশি মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

বিধিমালা অনুযায়ী, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যিকভাবে নিজস্ব ক্রয়কৃত জমিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাঠামো থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের শর্ত প্রযোজ্য হবে।

অনুমোদিত ক্যাম্পাস ও যৌথ ক্যাম্পাসের জন্য নিজস্ব অথবা ভাড়া করা ভবনে কমপক্ষে ২৫ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্থানসংকুলান হয়—এমন পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রেণীকক্ষ থাকবে হবে। আর স্টাডি কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব অথবা ভাড়া করা ভবনে ন্যূনতম ১০ হাজার বর্গফুটের জায়গা থাকতে হবে।

আগ্রহী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে আবেদনপত্রের সঙ্গে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত ছাড়পত্র জমা দিতে হবে, যা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাস প্রত্যয়ন করবে।

প্রস্তাবিত বিধিতে আরও বলা হয়, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি কাঠামো প্রস্তুত করে ইউজিসির অনুমোদন নিতে হবে। আর আচার্যের অনুমোদন ছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয় বা এর কোনো অংশ বাংলাদেশের বাইরে পাঠানো যাবে না।

এ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্ম থেকে অনুমোদন নিতে হবে, দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢালাওভাবে কেউ অনুমোদন পাবে না। যাচাই-বাছাই করে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হবে।